بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড
2

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
5

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in
বৃহস্পতিবার 2 রা ফেব্রুয়ারী, 2017 2 তবলীগ ,1396 হিজরী শামসী 4 জামাদিয়াল আওয়াল 1438 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

স্মরণে থাকে যে, যে ব্যক্তির অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল সে যথা সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে । এইভাবে সমস্ত ঐশী গ্রন্থাবলীর কথন পূর্ণ হয়েছে । নবীগণের কিতাবসমূহ এই যুগের প্রতিই ইঙ্গিত করে ।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

"স্মরণে থাকে যে, যে ব্যক্তির অবতীর্ণ হওয়ার কথা ছিল সে যথা সময়ে অবতীর্ণ হয়েছে। এইভাবে সমস্ত ঐশী গ্রন্থাবলীর কথন পূর্ণ হয়েছে। নবীগণের কিতাবসমূহ এই যুগের প্রতিই ইঙ্গিত করে। খৃষ্টানদেরও এই ধর্মবিশ্বাস যে, এই যুগেই মসীহ মওউদ-এর আগমণ আবশ্যক ছিল। তাদের ঐশী গ্রন্থে সুস্পষ্ট ভাষায় লেখা ছিল যে, আদম থেকে ৬ষ্ঠ হাজার বছরের শেষের দিকে প্রতিশ্রুত মসীহ্‌র আগমণ ঘটবে। সুতরাং ৬ষ্ঠ হাজার বছরের শেষ সময় এসে গেছে।..... এবং একথাও লেখা ছিল একই মাসে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হবে যেটি রমযান মাস হবে। অনেক পূর্বেই এই ভবিষ্যদ্বাণীও পূর্ণ হয়েছে। এবং একথাও লেখা ছিল যে, সেই যুগে প্লেগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব হবে। ইঞ্জিলেও এর ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। প্লেগের মহামারী এখন পিছু ছাড়ে নি।"

(তাযকেরাতুশ শাহাদাতাঈন, পৃষ্ঠা: ২৪)

আহমদীয়াতের কেন্দ্রভূমি কাদিয়ানে ১২২তম জলসার সফল ও বরকতময় সমাপন

জলসায় অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশ্যে মুসলিম টেলিভিশন আহমদীয়া ইন্টারন্যাশনাল -এর মাধ্যমে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ
৪২ টি দেশ থেকে ১৪, ২৪২ জন অতিথি অংশগ্রহণ করেন ।
লন্ডনে ৫২৩২ জন শ্রোতা অংশগ্রহণ করেন ।
সর্বধর্ম সম্মেলনের আয়োজন । অতিথিবর্গের পরিচিতিমূলক ভাষণ ।
জামাতের সদস্যদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন তরবীয়তি ডকুমেন্টরী অনুষ্ঠানের আয়োজন ।
আল কালাম প্রোজেক্টের আয়োজন ।

(দ্বিতীয় কিসতি)

সর্বধর্ম সম্মেলন

প্রত্যেক জলসা সালানার দ্বিতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশনে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতাবর্গ অংশ গ্রহণ করেন এবং জামাত আহমদীয়ার শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা এবং অন্যানা মেসবামূলক কর্মকা- সম্পর্কে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করেন । মাননীয় মৌলানা নাসীম খান সাহেব, মাননীয় মৌলানা তানভীর আহমদ খাদম সাহেব এবং মৌলভী ফযলুর রহমান ভাট্টী সাহেব নিম্নোক্ত রাজনৈতিক নেতাগণকে তাদের অভিমত ব্যক্ত করার জন্য মঞ্চে আহ্বান করেন ।

(১) মাননীয় অনুরাগ সুদ সাহেব বলেন- সর্বপ্রথম আমি জলসার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করব । তিনি বলেন, আমরা সব সময় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর পথ-প্রদর্শন পেয়ে থাকি । জামাত হোশিয়ারপুরে দাতব্য হোমিওপ্যাথি ডিসপেন্সারী খুলেছে যা মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছে । তিনি বলেন প্রথম প্রথম আমরা যখন এখানে আসতাম, তখন অন্যান্য ধর্মের এত সংখ্যক মানুষ এখানে আসত না । এখন বিভিন্ন ধর্মের অনেকে এখানে আসেন । হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে লন্ডনে আমার সাক্ষাত হয়েছিল । হুযুর বলেন, যদি সমগ্র বিশ্ব সম্মিলিতভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা না করে তবে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী । আপনাদের মঞ্চে সকল ধর্মের সম্মান হয় । যদি এই প্রেরণা ও মনোভাব গোটা পৃথিবীর হয়ে যায় তবে যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দ্বন্দ্ব-কলহ হতে পারে না ।

(২) সর্দার জার্নাল সিং মাহিল সাহেব (চেয়ারম্যান মিউনিসিপ্যাল কমিটি কাদিয়ান) বলেন, আজ এই আনন্দের মূহুর্তে ৪২ টি দেশ থেকে আগত সমস্ত বন্ধুদেরকে জলসার শুভেচ্ছা জানাই । দোয়া করি এই জলসা প্রত্যেক বছর পূর্ণোদ্দমে ও এই সম্মানবোধের চেতনা নিয়ে পালিত হোক । জামাতের সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক । জামাত যত ভালবাসা আমাদেরকে দিয়েছে তা অন্য কেউ দিতে পারে না । এটি একটি সত্য জামাত ।

(৩) মাননীয় পি.কে. সামন্ত রায় সাহেব (বিশপ উত্তরাঞ্চল, ভারত) সমস্ত সভ্য ও সদস্যদের পক্ষ থেকে জলসা সালানার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, কাদিয়ানে সঙ্গে আমার গভীর সম্পর্ক । এখানে অনেক বার আসার ফলে অনেক বন্ধু তৈরী হয়েছে । আমি যেখানে যাই আহমদীয়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করি । কাশ্মীরে আমাদের স্কুল আগুন লেগে পুড়ে যায়, জার্মান থেকে জামাত আহমদীয়া সেটি পুনঃনির্মাণে সহায়তা করে । আজ পৃথিবীতে সর্বত্রই মুসলমানদেরকে প্রত্যেকটি মন্দ কর্মের জন্য দায়ী করা হয় । আমার মতে আমাদের নিজেদের ধর্মকে জানার পাশাপাশি অন্যের ধর্ম সম্পর্কেও জানা উচিত এবং সেই ধর্মকে ভালবাসা উচিত । নেতিবাচক বিষয়াবলীকে উপেক্ষা করে কেবল ইতিবাচক বিষয়গুলির উপর অনুশীলন করা উচিত ।

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

(৪) ডাক্তার স্বামী আদেশপুরি সাহেব (হিমাচল প্রদেশ) বলেন, এটি ১২২তম জলসা সালানা। আমাদের মধ্যে কারোর বয়সই ১২২ বছর নয়। কিন্তু এই জলসা সালানার ভিত্তি স্থাপনকারী আজও আমাদের মধ্যে জীবিত আছেন। যে বাগান তিনি ১২২ বছর পূর্বে সৃজন করেছিলেন, আহমদীয়া সমাজ সেটির পরিচর্যা করে আজ এই পর্যন্ত নিয়ে এসেছে। তিনি বলেন, "ভালবাসা সকলের তরে, ঘৃণা নয়কো কারো পরে" এই স্লোগানটি সকলের জন্য।

(৫) কমল প্রীত জাস্‌সী সাহেব (কাদিয়ান বিধানসভা থেকে আম আদমি পার্টির প্রার্থী) জামাত আহমদীয়াকে জলসার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন এবং বলেন, এই ধরণের জলসার ফলে পারস্পরিক ভালবাসা বাড়ে।

(৬) মাস্টার গুরু কর্মা তাপকি সাহেব (নেপালের বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদের নেতা) বলেন, আমি হুযুর আনোয়ার কে সালাম জানাই। তিনি সমগ্র বিশ্বে শান্তির বার্তা দিচ্ছেন। তার পথ-প্রদর্শনের মাধ্যমে সমস্ত ধর্মের মানুষের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি হচ্ছে। ভারত এমন একটি দেশ যেখানে একাধিক মহান ব্যক্তিত্বের জন্ম হয়েছে যাদের কারণে এখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। এই দিন গুলি অত্যন্ত শান্তি ও বরকতপূর্ণ। তিনি আকাঙ্খা পোষণ করেন যে, হুযুর আনোয়ার (আই.) -এর নোবেল শান্তি পুরস্কার পাওয়া উচিত।

(৭) সন্ত বাবা সন্তোষ সিং সাহেব (প্রধান কার সেবা সংস্থা, পাঞ্জাব) জলসার শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে বলেন, আজকে অত্যন্ত আনন্দের দিন। এই সর্বধর্ম সম্মেলনের সঙ্গে আমাদের অনেক পুরনো সম্পর্ক। গুরু গোবিন্দ সিং মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন নি বরং তিনি অন্যায়-অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। অনেক মুসলমান তাঁর সঙ্গ দিয়েছিল। মুসলমান ভাইদের সঙ্গে আমাদের অনেক পুরনো সম্পর্ক। আমি আল্লাহ্ কাছে দোয়া করি যে, এই ভালবাসা যেন অক্ষুন্ন থাকে এবং হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ জী যেন নিজের উদ্দেশ্যে সফল হন।

(৮) মাস্টার মোহন লাল সাহেব (প্রাক্তন মন্ত্রী, পাঞ্জাব সরকার) নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, আমার দোয়া হল পৃথিবীর সর্বত্র আপনারা যেন সুখে থাকেন। যদি এই পৃথিবীকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হয় তবে প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে হবে। আমরা যেন এই পৃথিবীকে বসবাসের উপযুক্ত করে তুলি এবং অধিক হারে বৃক্ষ রোপন করি। আল্লাহ্‌র নেয়ামত সমূহের সম্মান করি। আমরা সজ্ঞানে এই পৃথিবীকে বিষাক্ত করে তুলছি। আজ যেন আমরা এখান থেকে এই প্রতিজ্ঞা করে যাই যে, আমরা পৃথিবীকে রক্ষা করার চেষ্টা করব। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদের উপর করুনা বর্ষিত করুক।

(৯) জনাব যদুন্দার সিং বুট্টার সাহেব (সংখ্যালঘু মোর্চা নেতা, বিজেপি) সমস্ত ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদেরকে সালাম জানিয়ে বলেন, আমার পিতা সর্দার সাবেলা সিং সাহেবের সঙ্গে জামাত আহমদীয়ার পুরনো সম্পর্ক ছিল। আমি সেই সম্পর্ককে জীবিত রাখতে পুরো পরিবারসহ এখানে এসেছি। আমি নিজের সন্তানদের একথা বোঝাবার জন্য নিয়ে এসেছি যে, তাদের পিতামহের সম্পর্ক কাদের সঙ্গে ছিল। জামাত আহমদীয়ার এই ধনভান্ডার আমাদের সম্মানীয় পূর্ব পুরুষ হাবেলা সিং-এর কাছে আমানত স্বরূপ রক্ষিত ছিল। আমার গভীর আকাঙ্খা, হুযুর আনোয়ারকে যেন নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়।

(১০) জনাব ফাতাহ জঙ্গ সিং সাহেব বাজওয়া (সাধারণ সম্পাদক কংগ্রেস দল, পাঞ্জাব) নিজের অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, আমি মির্যা মাসরূর আহমদ সাহেবের সঙ্গে লন্ডন জসলসায় একবার সাক্ষাত করেছি। জলসা দেখে মনে হচ্ছিল যেন একটি সমুদ্র। যেন আহমদীদের একটি শহর গড়ে উঠেছিল। হুযুর - এর চরণে বসে আমি সেই জলসা দেখেছি। এই জামাতের সঙ্গে আমাদের গভীর সম্পর্ক। জামাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক রাজনৈতিক না বরং এটি আন্তরিক সম্পর্ক। আমি নবম শ্রেণীতে পড়ি সেই স্যার জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব কাদিয়ান এসেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, বেটা! তুমি কি জান যে, 'জাফর' ও 'ফতাহ' নাম দুটির অর্থ একই। অর্থাৎ বিজয়। তিনি আমাকে নিজের বন্ধু বানিয়েছিলেন। আমার সঙ্গে পত্রের আাদান প্রদান হত। তাঁর দোয়ার কল্যাণেই আজ আমি এই স্থানে পৌছেছি।

(১১) সর্দার সেবা সিং সিখওয়াঁ (আকালী নেতা ও শিরোমনি গুরদোয়ারা প্রবন্ধ কমিটির সদস্য) আনন্দ ব্যক্ত করে জানান যে, প্রত্যেক বছর জামাত আহমদীয় জলসার আয়োজন করে। এবার অত্যন্ত ভক্তিসহকারে সুব্যবস্থার সাথে জলসার আয়োজন করেছে। কেবল এই একটি দিনই জামাত আহমদীয়া সর্বধর্মসম্মেলন করে না বরং সারা বছরই এর আয়োজন করে থাকে। জামাতের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তেমনই যেরূপ হারমিন্দর সাহেবের সঙ্গে। হারমিন্দর সাহেবের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন একজন মুসলমান ফকির মিয়াঁ রাম জি। ধর্ম পারস্পরিক সম্পর্ক তৈরি করে। জামাত আহমদীয়া সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে প্রচেষ্টা রত আছে যেন পৃথিবীকে তৃতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের হাত থেকে রক্ষা করা যায়। ইন্ডোনেশিয়া থেকে একটি বিশেষ বিমানে করে অতিথিদের কাদিয়ান আগমণের বিষয়ে তিনি উচ্ছাস প্রকাশ করেন।

(১২) জনাব হরবিন্দর সিং টাহলি ওয়ালে: তিনি জলসার শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন , আজ যদি গোটা বিশ্বে এই ধরণের জলসার আয়োজন হতে থাকে তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। আমি অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলী অধ্যায়ন করেছি। কোন ধর্মই ঘৃণা-বিদ্বেষের শিক্ষা দেয় না। সকল ধর্মই ভালবাসার শিক্ষা দেয়। ১২২ বছর পূর্বে মির্যা সাহেব যে জলসার সূচনা করেছিলেন সেই জলসায় অংশগ্রহণ করে আমি গর্বিত। যদি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হয় তবে আমাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

জনাব সর্দার ভুপেন্দর সিং অব হল্যান্ড এবং সন্ত বাবা দিলের সিং সাহেব অব কপুরথলাকে জামাত আহমদীয়ার পক্ষ থেকে সাম্মানিক দেওয়া হয়। এরপর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে সভার সমাপ্তি ঘটে।

২৮ শে ডিসেম্বর, ২০১৬, তৃতীয় দিন, প্রথম অধিবেশন

জলসার তৃতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন মাননীয় শীরায আহমদ সাহেব এডিশেনাল নাযির আলা জুনুবী হিন্দ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় হাফিয নাকীবুল আমীন সাহেব মুয়াল্লেম, নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ তালীমুল কুরআন ওয়াক আরযী, সূরা নাহলে আয়াত নম্বর ৯০-৯৩ তিলাওয়াত করেন এবং উর্দু অনুবাদ পেশ করেন। মাননীয় রিযওয়ান আহমদ সাহেব, শিক্ষক জামেয়া আহমদীয়া কাদিয়ান হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

' দো ঘড়ি সবর সে কাম লো সাথিয়ো '

এই অধিবেশনের প্রথম বক্তৃতা রাখেন মাননীয় মৌলানা সুলতান আহমদ জাফর সাহেব, নাযিম ইরশাদ ওয়াকফে জাদীদ ইরশাদ। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জীবনী- মহানবী (সা.)-এর প্রতি তাঁর আত্ম-বিলীনতা' ।এই বক্তব্যে তিনি মহানবী (সা.)-এর প্রতি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নীবিড় ভালবাসা সম্পর্কিত ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন।

এই অধিবেশনের দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় আতাউল মুজীব লোন সাহেব, নায়েব নাযির নশর-ও-ইশা'ত কাদিয়ান। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'জামাত আহমদীয়া ও খিদমতে কুরআন'। তিনি শেষ যুগে মুসলমানদের করুণ অবস্থা, কুরআন মজীদের প্রতি মুসলমানদের উদাসীনতা ও উপেক্ষা সম্পর্কে বর্ণনা করেন এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে ইসলামের পুনরুত্থানের উল্লেখ করেন। জামাত আহমদীয়ার মাধ্যমে কুরআন মজীদের অসাধারণ খিদমতের উল্লেখ করে তিনি বলেন আজ খিলাফতে খামেসার কল্যাণময় যুগেও এই কাজ বিদ্যুত গতিতে এগিয়ে চলেছে এবং পৃথিবীর সমস্ত জাতিকে শান্তি ও সঠিক পথের দিশা প্রদান করছে।

এর পর হোশিয়ারপুর থেকে আগত সম্মানীয় অতিথি মাননীয় অবিনাশ রায় খান্না মহাশয়, সহ-সভাপতি বিজেপি, ভাইস চেয়ারম্যান ইন্ডিয়ান রেড ক্রাশ সোসাইটি, নিজের অভিমত প্রকাশ করেন। তিনি জলসা সালানায় আগত অতিতিদের প্রতি অংশগ্রহণ করার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, এই জলসা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববন্ধন, ভালবাসা এবং শান্তি ও সৌহার্দের সাথে উন্নতি করার জন্য একটি প্রশিক্ষণ শিবির। তিনি বলেন, মানুষকে একজন প্রকৃত মানুষে পরিণত করার জন্যই ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। তিনি বক্তব্যের শেষে ইমাম জামাত আহমদীয়া হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)-এর সমীপে আগামী বছর জলসা সালানা কাদিয়ান এবং হোশিয়ারপুরে আসার জন্য আমন্ত্রন জানান।

এরপর সর্দার প্রতাপ সিং বাজওয়া সাহেব অব কাদিয়ান, সাংসদ রাজ্যসভা, নিজের অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি জামাতে আহমদীয়ার খিদমতের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, আমি ভারতের বাইরে অনেক দেশে গিয়েছি। আমি সেখানে লক্ষ্য করেছি যে, আহমদীরা তাদের সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নিজেদের একটি বিশেষ ছবি তৈরী করেছে। তারা নিজেদের বিশ্বস্তা ও উত্তম চরিত্রের কারণে সর্বত্র প্রশংসা অর্জন করে থাকে। এরা মানবতার উদ্দেশ্যে সেবামূলক কাজেও অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে।

এই অধিবেশনের তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় মাকসুদ আহমদ ভাট্টী সাহেব, মুবাল্লিগ ইনচার্জ, শ্রীনগর, জম্মু-কাশ্মীর। তাঁর বক্তব্যের বিষয় বস্তু ছিল 'আহমদীয়াত প্রকৃত ইসলাম- (জামাত আহমদীয়া এবং এর সদস্যদের ধৈর্য্য ও অবিচলতা) তিনি জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠার পৃষ্ঠভূমি বর্ণনা করার পর এই সিলসিলার অন্যান্য ঐশী সিলসিলার ন্যায় দুর্যোগ ও বাধা-বিপত্তির সম্মূখীন হওয়ার দর্শন বর্ণনা করেন। তিনি জামাত আহমদীয়ার উপর হওয়া অত্যাচার ও নিপীড়নের উল্লেখ করে বিভিন্ন সময়ে জামাত আহমদীয়ার সদস্যদের আত্ম-

এরপর সাতের পাতায়....

জুমআর খুতবা

নববর্ষের সূচনাতে, যা পয়লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়, হেন কোন কর্ম নেই যা এই দুনিয়ার মানুষ করে না। পাশ্চাত্যে বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে, আর (সাধারণভাবে) পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১শে ডিসেম্বর এবং পহেলা জানুয়ারীর মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ-হুল্লোড় নেই যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত, বরং সারা রাত ধরে মানুষ মদের আসরে আর খাবারের টেবিলে, নৃত্য বাজনার আসরে জেগে বসে থাকে। এক কথায় বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা কার্যকলাপ এবং অপকর্মের মাঝে হয় আর নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা এবং বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই তাদের দৃ ষ্টি সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয় যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছে এবং পৌঁছানো উচিত। এই সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলাই হল একজন মু'মিনের জন্য সম্মানের কারণ , বরং আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, আমাদের জীবনে একটি বছর এসেছে এবং চলে গেছে, এই বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল বা কী নিয়ে গেল বা আমরা কী পেলাম আর কী হারালাম?

আহমদীরা সৌভাগ্যবান যেখোদা তা'লা আমাদেরকে মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস রেখে দিয়েছেন; আর আমাদেরকে বলেছেন যে, যদি তোমরা এই মাপকাঠি সামনে রাখ তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করেছ, অর্জ ন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ কি-না। যদি এই মাপকাঠি সামনে রাখ তাহলে সত্যিকার মু'মিন গণ্য হতে পার। যদি এই শর্তগুলো অনুসরণ কর তাহলে সঠিকভাবে নিজেদের ঈমানকে যাচাই করতে পারবে।

আমরা যদি বছরের শেষ রাত আর নববর্ষের সূচনা আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষন আর দোয়ার মাধ্যমে করে থাকি তাহলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে। আর যদি আমরাও বাহ্যত শুভেচ্ছা জানাই, আর জাগতিক কথা-বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করি তাহলে আমরা বাস্তবে হারাবো তো অনেক কিছু, কিন্তু পাব না কিছুই, বা পেলেও যৎসামান্য পাব। যদি দুর্বলতা থেকে যায় আর আমরা যদি আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আশ্বস্ত হতে না পারি তাহলে আমাদের এই দোয়া করতে হবে যে, (হে) আল্লাহ্ তা'লা! আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দুর্বল না হয়; বরং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, পদচারণা যেন খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়; আমাদের প্রতিটি দিন যেন রসূল (সা.)-এর আদর্শে অতিবাহিত দিন হয়; আমাদের দিবারাত্র যেন আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারের দিকে নিয়ে যায়।

আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নসীহত এবং এই সতর্কবাণীকে সামনে রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করব– আল্লাহ্র কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। বয়আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা যেন আমরা পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন খোদার সন্তুষ্টির জন্যই অতিবাহিত হয়। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা এবং বাসনা অনুসারে নিজেদের জীবনের ভাল নমুনা এবং আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থাপন ও প্র কাশ করতে পারি। খোদা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রেখে আমাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর জামাতের জন্য যেসব সফলতা নির্ধারিত আছে তা যেন আমরা নিজেদের চোখে দেখি। নববর্ষ সকল কল্যাণরাজীর সাথে আসুক আর শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হোক যেই ষড়যন্ত্রে তারা জামাতের বিরোধীতায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের আহমদী, যারা এ বছর কাদিয়ানের জলসায় যেতে পারে নি আর এই কারণে তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত, খোদা তাদের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করুন। আরবদেশ সমূহের আহমদীদের সমস্যাবলী দূরীভূত করুন।

শত্রু যখন জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনে বেড়েই চলেছে, তখন আমাদের উচিত আমাদের অবস্থা খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করে দোয়ার ওপর অধিক জোর দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে প্রদত্ত ৩০শে ডিসেম্বর, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (৩০ ফাতাহ, ১৩৯৫ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,ইনশাআল্লাহ্ দু'দিন পর নববর্ষের সূচনা হবে। আমরা মুসলমানরা চান্দ্র বছরের মাধ্যমেও বছরের সূচনা করি, আর সৌর বছরের মাধ্যমেও। আর এই চান্দ্র পঞ্জিকা শুধু মুসলমান নয় বরং পৃথিবীর অনেক জাতিতে প্রাচীন যুগে চান্দ্র পঞ্জিকার মাধ্যমেই বছর শুরু হতো। চীনা, হিন্দু এবং পৃথিবীর অনেক জাতিতে এই চান্দ্র পঞ্জিকার রীতি ছিল। ইসলামের পূর্বে আরবদের মাঝে দিনের হিসাব বা বছরের হিসাবের জন্য চান্দ্র পঞ্জিকার প্রচলন ছিল। যাহোক, পৃথিবীতে সচরাচর গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকা প্রচলিত রয়েছে, আর সবাই এটি বুঝে। তাই পৃথিবীর সকল দেশ এবং সকল জাতি এই পঞ্জিকাকে দিন এবং মাসের হিসাবের জন্য অবলম্বন করে রেখেছে। একই কারণে পৃথিবীতে প্রত্যেক বছর সর্ব ত্র এর হিসাব অনুসারে পয়লা জানুয়ারিতে বছরের সূচনা হয়, আর ৩১শে ডিসেম্বর এই বছরের সমাপ্তি ঘটে। যাহোক, বছর আসে, বারো মাস অতিবাহিত হওয়ার পর বছর শেষ হয়ে যায়; তা সে চান্দ্র পঞ্জিকার বছরই হোক বা গ্রেগরিয়ান পঞ্জিকার বছরই হোক। এই দুনিয়ার মানুষ দিন, মাস এবং বছরকে জাগতিক হৈ-হুল্লোড় ও ক্রীড়া-কৌতুক আর জাগতিক আনন্দ-উল্লাসের মাঝে কাটিয়ে দেয়, তা তারা মুসলমানই হোক বা অমুসলিমই হোক।

নববর্ষের সূচনাতে, যা পয়লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়, হেন কোন কর্ম নেই যা এই দুনিয়ার মানুষ করে না। পাশ্চাত্যে বা উন্নত দেশে বিশেষভাবে, আর (সাধারণভাবে) পৃথিবীর অন্যান্য অংশেও ৩১শে ডিসেম্বর এবং পহেলা জানুয়ারীর মধ্যবর্তী রাতে এমন কোন হৈ-হুল্লোড় নেই যা করা হয় না। মাঝ রাত পর্যন্ত, বরং সারা রাত ধরে মানুষ মদের আসরে আর খাবারের টেবিলে, নৃত্য বাজনার আসরে জেগে বসে থাকে। এক কথায় বিগত বছরের সমাপ্তিও বৃথা কার্যকলাপ এবং অপকর্মের মাঝে হয়

আর নতুন বছরের সূচনাও হয় বৃথা এবং বাজে কার্যকলাপের মাধ্যমে। পৃথিবীর সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীর মানুষের ধর্মের চোখ অন্ধ হয়ে গিয়েছে, তাই তাদের দৃ ষ্টি সেখানে পৌঁছানো সম্ভব নয় যেখানে মু'মিনের দৃষ্টি পৌঁছে এবং পৌঁছানো উচিত। এই সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলাই হল একজন মু'মিনের জন্য সম্মানের কারণ , বরং আত্মজিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন যে, আমাদের জীবনে একটি বছর এসেছে এবং চলে গেছে, এই বছরটি আমাদের কী দিয়ে গেল বা কী নিয়ে গেল বা আমরা কী পেলাম আর কী হারালাম? একজন মু'মিন কি জাগতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে যে এ বছর সে কী হারিয়েছে আর কী পেয়েছে? তার জাগতিক অবস্থা বা বৈষয়িক অবস্থায় কী ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে সেটি দেখবে, নাকি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখবে যে সে কী হারালো আর কী পেল? যদি ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয় তাহলে কোন্ মাপকাঠিতে সে তা যাচাই করবে, যেন এটি জানতে পারে বা বুঝতে পারে যে, কী হারালো আর কী পেল?

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যেখোদা তা'লা আমাদেরকে মসীহ্ মওউদ এবং প্রতিশ্রুত মাহদীকে মানার তৌফিক দিয়েছেন, যিনি আমাদের সামনে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলের শিক্ষার সার এবং নির্যাস রেখে দিয়েছেন; আর আমাদেরকে বলেছেন যে, যদি তোমরা এই মাপকাঠি সামনে রাখ তাহলে তোমরা জানতে পারবে যে, তোমরা নিজেদের জীবনের লক্ষ্য পূর্ণ করেছ, অর্জ ন করেছ বা অর্জনের চেষ্টা করেছ কি-না। যদি এই মাপকাঠি সামনে রাখ তাহলে সত্যিকার মু'মিন গণ্য হতে পার। যদি এই শর্তগুলো অনুসরণ কর তাহলে সঠিকভাবে নিজেদের ঈমানকে যাচাই করতে পারবে। তিনি প্রত্যেক আহমদীর নিকট থেকে বয়আতের অঙ্গীকার নিয়েছেন, আর এই অঙ্গীকারে বয়আতের শর্তাবলী আমাদের সামনে রেখে আমাদেরকে একটি কর্মপন্থা দিয়েছেন। আর তিনি প্রত্যেক আহমদীর কাছে এই কর্মপন্থা পালনের এবং প্রতিটি দিন, প্রতিটি সপ্তাহ, প্রতিটি মাস আর প্রতিটি বছর এই (কর্ম পন্থা) পালনের উপর এক আত্মজিজ্ঞাসা এবং আত্মবিশ্লেষণের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন।

অতএব আমরা যদি বছরের শেষ রাত আর নববর্ষের সূচনা আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মবিশ্লেষন আর দোয়ার মাধ্যমে করে থাকি তাহলে আমাদের পরিণতি শুভ হবে। আর যদি আমরাও বাহ্যত শুভেচ্ছা জানাই, আর জাগতিক কথা-বার্তার মাধ্যমে নববর্ষের সূচনা করি তাহলে আমরা বাস্তবে হারাবো তো অনেক কিছু, কিন্তু পাব না কিছুই, বা পেলেও যৎসামান্য পাব। যদি দুর্বলতা থেকে যায় আর আমরা যদি আমাদের আত্মবিশ্লেষণে আশ্বস্ত হতে না পারি তাহলে আমাদের এই দোয়া করতে হবে যে, (হে) আল্লাহ্ তা'লা! আমাদের আগত বছর যেন বিগত বছরের ন্যায় আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে দুর্বল না হয়; বরং আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, পদচারণা যেন খোদার সন্তুষ্টির লক্ষ্যে হয়; আমাদের প্রতিটি দিন যেন রসূল (সা.)-এর আদর্শে অতিবাহিত দিন হয়; আমাদের দিবারাত্র যেন আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত বয়আতের অঙ্গীকারের দিকে নিয়ে যায়। সেই অঙ্গীকার আমাদের কাছে এই প্র শ্ন করে যে, আমরা শির্ক না করার অঙ্গীকার পালন করেছি কি-না। প্রতিমা, সূর্য, চন্দ্র কে পূজা করার শির্ক নয়; বরং মহানবী (সা.)-এর উক্তি অনুসারে সেই শির্ক যা কর্মে র ক্ষেত্রে লোকদেখানো কাজের শির্ক, গোপন বা অপ্রকাশিত কামনা-বাসনায় লিপ্ত হওয়ার শির্ক।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৪র্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮০০-৮০১)

প্রশ্ন হল, আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের সদকা খয়রাত, আমাদের আর্থি ক ত্যাগ স্বীকার, আমাদের সৃষ্টির সেবামূলক কর্ম, জামাতের কাজে আমাদের সময় ব্যয় করা– এগুলো আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের পরিবর্তে , আল্লাহ্ ভিন্ন অন্যদের সন্তুষ্ট করা বা লোকদেখানোর উদ্দেশ্যে ছিল না তো? আমাদের হৃদয়ের সুপ্ত কামনা-বাসনা কোথাও খোদার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দন্ডায়মান হয়নি তো? এর ব্যাখ্যা হযরত মসীহ্ মওদউদ (আ.) এভাবে করেছেন যে,

"তৌহীদ কেবল মৌখিকভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্' বলাকে বলে না, যখন হৃদয়ে থাকবে সহস্র সহস্র মূর্তি প্রতিমা। বরং যে ব্যক্তি নিজের কর্ম, নিজের পরিকল্পনা আর প্রতারণাকে খোদার মতই গুরুত্ব দিয়ে থাকে, বা কোন মানুষের ওপর সেভাবে ভরসা করে যেভাবে আল্লাহ্র ওপর নির্ভর করা উচিত, বা নিজেকে সেই গুরুত্ব দেয় যা খোদা তা'লাকে দেওয়া উচিত– এমন সকল পরিস্থিতিতে সে খোদার দৃষ্টিতে প্রতিমাপূজারী।"

(খৃষ্টান সিরাজুদ্দীন-এর চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৯)

অতএব এই মানদন্ড দৃষ্টিতে রেখে আত্মজিজ্ঞাসা করা আবশ্যক। এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমাদের বছর সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা থেকে মুক্ত হয়ে একশত ভাগ সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে অতিবাহিত হয়েছে কি-না। অর্থাৎ যখন সত্যের বহিঃপ্রকাশে নিজের ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয় তেমন মুহূর্তেও সত্যকে বিসর্জন না দেওয়া।

মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জন্য যে মানদন্ড নির্ধারণ করেছেন তা হল– যতক্ষণ মানুষ প্রবৃত্তির সেই সকল কামনা-বাসনার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে যা মানুষকে সত্য বলা থেকে বিরত রাখে, ততক্ষণ সে সত্যবাদী আখ্যায়িত হতে পারে না। সত্য বলার গুরুত্বপূর্ণ স্থান এবং কাল সেটি যখন প্রাণ, সম্পদ এবং সম্মান হুমকির সম্মুখিন থাকে।"

(ইসলামী উসুল কি ফিলাসফী, রূহানী খাযায়েন, ১০ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৬০)

এরপর এই প্রশ্ন আসে যে, আমরা কি নিজেদের এমন উপলক্ষ্য থেকে দূরে রেখেছি যার ফলে হৃদয়ে নোংরা ধ্যান-ধারণা দানা বাঁধতে পারে? যেমন- আজকের যুগে টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদিতে এমন অনুষ্ঠানমালা যা চিন্তাধারাকে কলূষিত করার কারণ হয়, এগুলো থেকে কি নিজেদের মুক্ত রেখেছি? যদি এসবের মাধ্যমে নোংরা চলচ্চিত্র এবং অনুষ্ঠান দেখে থাকি তাহলে আমরা বয়আতের অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হয়েছি আর আমাদের অবস্থা সত্যিই বিপজ্জনক, কেননা এসব বিষয় এক ধরনের ব্যভিচারের দিকে মানুষকে নিয়ে যায় বা আকৃষ্ট করে।

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, আমরা কি কামলোলুপ দৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছি বা করছি? কেননা কামলোলুপ দৃষ্টির প্রসঙ্গে যে নির্দেশ রয়েছে তা নর ও নারী উভয়ের জন্য রয়েছে; যেহেতু খোলা দৃষ্টিতে দেখলে আশঙ্কা থাকে, তাই বলা হয়েছে দৃষ্টি অবনত রাখ।

এরপর প্রশ্ন উঠবে, আমরা কি এ বছর পাপাচারিতা এবং দুরাচারিতামূলক প্রতিটি কর্ম থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করেছি? মহানবী (সা.) বলেছেন, মু'মিনকে গালি দেওয়া পাপের শামিল।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

যখন ঝগড়া-বিবাদ হয় তখন মানুষ কঠোর এবং অপছন্দনীয় শব্দ বলে বসে। এক মু'মিন যদি অপর মু'মিনের সাথে এমন করে তাহলে এটি পাপ বিশেষ। যার সাথেই হোক না কেন এটি একটি পাপ। পুনরায় তিনি (সা.) বলেন, ব্যবসায়ীরা ফাজের বা পাপাচারী হয়ে থাকে। তাঁর(সা.) কাছে নিবেদন করা হল যে, এটি তো বৈধ কাজ। মহানবী (সা.) বলেন, এরা যখন ক্রয়-বিক্রয় করে, মিথ্যা বলে; ব্যবসার সময় শপথ করে কৃত্রিমভাবে জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি করে থাকে। একইভাবে যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না এবং যারা অধৈর্য্য তাদেরকেও তিনি (সা.) পাপী আখ্যা দিয়েছেন।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৮৫-৩৮৬)

তো এটি হল পাপ বা অবাধ্যতা এড়িয়ে চলার অন্তর্নিহিত কথা।

এরপর আমাদের নিজেদেরকে যে প্রশ্ন করতে হবে তা হল, আমরা নিজেদের সকল যুলম এবং অন্যায় থেকে বিরত রেখেছি কি-না, অন্যায় করা থেকে বিরত ছিলাম কি-না। আঁ-হযরত (সা.) বলেন, কারো এক হাত ভূমি জবরদখল করা এবং কারো একটি কংকর বা পাথরের ছোট্ট টুকরোও অন্যায়ভাবে হস্তগত করা হল যুল্ম।

(বুখারী, কিতাবুল মাযালিম ওয়াল গাযাব)

তো আমাদের এই মানদন্ডে নিজেদেরকে যাচাই করতে হবে।

এরপর আরেকটি প্রশ্ন যা নিজেদের করতে হবে তা হল, সকল প্রকার বিশ্বাসঘাতকতা বা দুর্নীতি থেকে আমরা নিজেদের মুক্ত রেখেছি কি-না। তিনি (সা.) বলেন, সে ব্যক্তির সাথেও বিশ্বাসঘাতকতা করো না যে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে।

(সুনান আবু দাউদ, কিতাবুল বুয়ু)

এটা হল মানদন্ড। পুনরায় আমাদের এ প্রশ্ন করতে হবে যে, সকল প্রকার নৈরাজ্য বা ফ্যাসাদ থেকে আমরা বাঁচার চেষ্টা করেছি কি-না। তিনি (সা.) বলেন, চরম দুষ্কৃতকারী হল নৈরাজ্যবাদী বা ফ্যাসাদকারী। আর তারা এটি করে চোগলখুরীর মাধ্যমে অর্থাৎ এরা এখানের কথা সেখানে এবং সেখানের কথা এখানে বলে বেড়ায়। যারা পরস্পরকে ভালোবাসে তাদের সম্পর্ক-বন্ধন যে নষ্ট করে সেও ফ্যাসাদকারী। যারা অনুগত, যারা এতায়াতকারী, যারা ব্যবস্থাপনার প্রতিটি কথা মান্যকারী বা ধর্মের প্রতিটি নির্দেশ যারা মান্যকারী, তাদেরকে কোন অন্যায় কাজে লিপ্ত করার চেষ্টা যে করে বা পাপে লিপ্ত করার যে চেষ্টা করে সে ফ্যাসাদকারী বা নৈরাজ্যবাদী।

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বাল, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯১৪)

অতএব এটা হল নৈরাজ্যের পরিচয় জানার আর নৈরাজ্য এড়িয়ে চলার মানদন্ড। এরপর প্রশ্ন দাড়াবে যে, আমরা সকল প্রকার বিদ্রোহপূর্ণ আচরণ বর্জন করি কি-না?

আরেকটি প্রশ্ন যা আসবে তা হল, আমরা প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার বশীভূত হচ্ছি না তো? আজকের যুগে যখন সর্বত্র নির্লজ্জতার রাজত্ব, তখন রিপুর তাড়নাকে পরাভূত করাও এক প্রকার জিহাদ।

এরপর প্রশ্ন আসবে, আমরা দৈনিক পাঁচ বেলার নামায সারা বছর যত্নসহকারে, নিয়মিত আদায় করছিলাম কি-না। কেননা কুরআনে বেশ কয়েক স্থানে এ সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা নসীহত করেছেন,বরং নির্দেশ দিয়েছেন। মহানবী (সা.) বলেছেন, নামায ছেড়ে দেওয়া মানুষকে শির্ক এবং কুফরের নিকটতর করে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

এরপর আমাদের এটি দেখতে হবে যে, তাহাজ্জুদ নামাযের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল কি-না। কেননা এ সম্পর্কে রসূলে করীম (সা.)-এর উক্তি রয়েছে যে, ব্যবস্থা করে নিয়মিত তাহাজ্জুদ পড়ার চেষ্টা কর, এটি পুন্যবানদের রীতি। তিনি (সা.) বলেন, এটি খোদার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তিনি (সা.) আরো বলেন, তাহাজ্জুদের অভ্যাস পাপ থেকে মানুষকে বিরত রাখে এবং পাপ দূরীভূত করে আর দৈহিক রোগ ব্যাধি থেকেও মানুষকে রক্ষা করে।

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত)

পুনরায় আমাদেরকে প্র শ্ন করতে হবে যে, আমরা কি রীতিমত মহানবী (সা.)-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের চেষ্টা করেছি বা চেষ্টা করি? কেননা এটি মু'মিনদের প্রতি খোদার বিশেষ নির্দেশাবলীর একটি আর এটি দোয়া গৃহীত হওয়ার মাধ্যমও বটে। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, দোয়া যদি দরূদশূন্য হয়ে থাকে তবে দোয়া আকাশ এবং পৃথিবীর মাঝে দোদুল্যমান অবস্থায় থেকে যায়।

(সুনান তিরমিযী, কিতাবুস সালাত)

যদি তোমরা দরূদ না পড় আর কেবল দোয়া করতে থাক তাহলে দোয়া পৃথিবী থেকে উত্থিত হবে কিন্তু আকাশ পর্যন্ত পৌছাবে না, মাঝখানে দোদুল্যমান থেকে যাবে। কেননা এতে সে রীতি অবলম্বন করা হয় নি যা আল্লাহ্ তা'লা শিখিয়েছেন। আকাশ পর্যন্ত পৌছানোর জন্য দোয়ার সাথে দরূদ থাকাও আবশ্যক।

এরপর আমাদের প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা নিয়মিত ইস্তেগফার করেছি কি-না। রসূলে করীম (সা.) বলেন, যে ব্যক্তি ইস্তেগফারকে আঁকড়ে ধরে রাখে অর্থাৎ নিয়মিত যে ইস্তেগফার করে, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য সকল সংকীর্ণতা থেকে বের হওয়ার পথ সুগম করেন, সকল সমস্যার মুখে স্বাচ্ছন্দ্য সৃষ্টি করেন আর সেই সকল স্থান থেকে তাকে রিয্ক দান করেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না।

(সুনান আবু দাউদ, আবওয়াবুল বিতর)

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, খোদার প্রশংসা-কীর্তনের প্রতি আমাদের দৃষ্টি ছিল কি-না। কেননা মহানবী (সা.) বলেছেন, খোদার প্রশংসা করা ছাড়া আরম্ভ করা কাজ দুর্বল ও ত্রুটিপূর্ণ এবং বরকতশূন্য ও প্রভাবশূন্য থেকে যায়। (সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুন নিকাহ)

আরেকটি প্রশ্ন হবে যে, আমরা কি আপন-পর সবাইকে যেকোন প্রকার কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত ছিলাম; আমাদের হাত এবং আমাদের জিহ্বা অন্যদের কষ্ট দেওয়া থেকে কি পবিত্র ছিল; আমরা কি মার্জনা এবং ক্ষমার আচরণ করেছি; বিনয় এবং নম্রতা কি আমাদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ছিল; সুখ, দুঃখ, স্বাচ্ছন্দ্য, অস্বাচ্ছন্দ্য- সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র সাথে কি বিশ্বস্ততার সম্পর্ক আমরা বজায় রেখেছি; কখনো হৃদয়ে আল্লাহ্‌র বিরুদ্ধে এই অভিযোগ সৃষ্টি হয় নি তো যে, আমার দোয়া কেন গৃহীত হয় নি বা আমাকে কেন এই কষ্টের মুখে ঠেলে দেওয়া হল? যদি এমন অভিযোগ থাকে তাহলে মানুষ মু'মিন থাকতে পারে না।

আরেকটি প্রশ্ন হবে, আমরা সকল প্রকার কুপ্রথা এবং কামনা-বাসনা, কলুষিত কথা সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি কি-না। রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, কুপ্রথা এবং বেদাত তোমাদেরকে ভ্রষ্টতার মুখে ঠেলে দিবে, এগুলো থেকে নিজেদের মুক্ত রেখো।

(সুনান তিরমিযি, কিতাবুল ইলম)

এরপর প্রশ্ন উঠবে যে, আমরা কি কুরআন ও রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা এবং নির্দে শাবলী পুরোপুরি অবলম্বনের চেষ্টা করেছি?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে যে, আমরা অহংকার এবং গর্ব সর্বতভাবে আমরা পরিহার করেছি কি-না বা পরিহারের চেষ্টা করেছি কি-না। কেননা শির্কের পর সবচেয়ে বড় বিপত্তি হল অহংকার এবং গর্ব। মহানবী (সা.) বলেছেন, অহংকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর অহংকার হল মানুষের সত্যকে অস্বীকার করা, মানুষকে ইতর মনে করা, তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখা, তাদের সাথে মন্দ আচরণ করা।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)

এরপর এই প্রশ্ন আসবে যে, আমরা উন্নত আচার ব্যবহারের সর্বোচ্চ মোনে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করেছি কি-না; আমরা নিজেদের মাঝে বিনয়, নম্রতা এবং ধৈর্য্য ও সহ্যশক্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছি কি-না। মহানবী (সা.)-এর দৃষ্টিতে মিসকিনদের মর্যাদা কত মহান দেখুন যে মহানবী (সা.) এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ্! আমাকে দীনতার মাঝে জীবিত রাখ এবং দীনতার মাঝে মৃত্যু দাও আর মিসকিনদের সাথে আমার উত্থান করো।

(সুনান ইবনে মাজা, কিতাবুয যুহাদ)

পুনারয় প্রশ্ন আসবে যে, প্রতিটি দিন কি আমাদের ভেতর ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতির এবং ধর্মের সম্মান এবং মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠার কারণ হয়েছে? ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার যে অঙ্গীকার আমরা প্রায়শঃ পুনরাবৃত্তি করি, এটি অন্তঃসারশূন্য অঙ্গীকার নয় তো?

এরপর প্রশ্ন দাঁড়াবে যে, ইসলামের ভালোবাসায় আমরা কি এতটা উন্ন তি করার চেষ্টা করেছিযে নিজের সম্পদের উপর ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছি, নিজের সম্মানের উপর ইসলামকে প্রাধান্য দিয়েছি, নিজের সন্তান-সন্ততির চেয়ে ধর্মকে কি বেশি প্রিয় জ্ঞান করেছি? রসূলে করীম (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে ইসলাম ধর্ম সহকারে পাঠিয়েছেন; আর ইসলাম হল, তোমরা নিজেদের পুরো সত্ত্বাকে আল্লাহ্ তা'লার হাতে সমর্পন কর, অন্যান্য উপাস্যের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন কর, নামায কায়েম কর আর যাকাত দাও।

(কুনযুল আমাল, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৫২, কিতাবুল ঈমান ওয়াল ইসলাম)

এরপর আমাদের এভাবে আত্মজিজ্ঞাসা করতে হবে যে, আমরা কি আল্ল াহ্‌র সৃষ্টির প্রতি সহমর্মিতায় এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছি বা করছি?

এরপর প্রশ্ন করতে হবে যে, নিজেদের সকল শক্তি, সামর্থ কাজে লাগিয়ে আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কল্যাণ সাধনের চেষ্টা করেছি কি? মহানবী (সা.) বলেছেন, পুরো সৃষ্টি খোদা তা'লার পরিবার-পরিজন।

(আল মো'জেমুল আওসাত, ৪র্থ ভাগ, পৃষ্ঠা: ১৫৩)

অতএব, আল্লাহ্‌র সৃষ্টির মাঝে সে ব্যক্তি অত্যন্ত পছন্দনীয় যে তাঁর পরিবার-পরিজনের সাথে ভালো ব্যবহার করে এবং তাদের চাহিদা পুরণ করে।

পুনরায় প্রশ্ন করতে হবে যে, আমরা কি এই দোয়া করেছি আর সন্তানদেরও কি এই নসীহত করেছি যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আনুগত্যতার যে মান তা যেন আমাদের মাঝে সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকে; আমার যেন সর্বদা অত্যুন্নত মানে তাঁর (আ.) আনুগত্য করতে থাকি আর এ ক্ষেত্রে উন্নতিও করতে থাকি?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে যে, আমরা কি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক আর আনুগত্য এতটা দৃঢ় করেছি যে, অন্যান্য সকল জাগতিক সম্পর্ক এর সামনে তুচ্ছ বলে মনে হয়?

এরপর প্রশ্ন আসবে যে, আমরা কি আহমদীয়া খেলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং এর আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং এ ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য সারা বছর দোয়া করেছি? নিজেদের সন্তানসন্ততিদের কি আহমদীয়া খেলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার এবং বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার জন্যদৃষ্টি আকর্ষণ করেছি? আর এ উদ্দেশ্যে কি দোয়া করেছি যে, তাদের মাঝে যেন সেই মনোযোগ সৃষ্টি হয়?

পুনরায় প্রশ্ন আসবে যে, খলীফায়ে ওয়াক্ত এবং জামাতের জন্য কি নিয়মিত দোয়া করেছি?

যদি বেশিরভাগ প্রশ্নে র ইতিবাচক উত্তরের মাঝে এ বছর অতিবাহিত হয়ে থাকে, তবে কিছু দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক কিছু পেয়েছি। আর যে সব প্রশ্ন আমি উঠিয়েছি সেগুলোর বেশিরভাগ উত্তর যদি নেতিবাচক হয়ে থাকে, তবে আমাদের অবস্থা সত্যি বিপদজ্জনক; এটি নিয়ে ভাবতে হবে। আর এর সুরাহা যা করা যেতে পারে তা হল– এ রাতগুলোতে দোয়া করুন, আজকের রাতেও আর কালকের শেষ রাতটিতেও, দোয়া করুন এবং এই দৃঢ় সংকল্প করুন আর অঙ্গীকার বদ্ধ হোন আর বিশেষ করে নববর্ষের রাতে এই দোয়া করুন যে আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের অতীত ভুল-ভ্রান্তি আর দুর্বলতা ক্ষমা করেন আর নববর্ষে আমাদের বেশি বেশি পাওয়ার তৌফিক দেন; আমরা যেন কিছু না হারাই। আর আমরা সেই সব মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত হই, যারা খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজেদের সবকিছু বিসর্জনে প্রস্তুত থাকে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যাতে তিনি তাঁর জামাতকে উপদেশ দিয়েছেন আর বিজ্ঞাপন হিসেবে তা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন-

"আমার পুরো জামাত যারা এখানে উপস্থিত আছে বা নিজ নিজ অঞ্চলে বা ঘরে বসবাস করছে তাদের এই নসীহত মনোযোগ সহকারে শোনা উচিত যে, এই জামাতভুক্ত হয়ে তারা আমার সাথে ভালোবাসা এবং শিষ্যের বা মুরীদের যে সম্পর্ক রাখে এর উদ্দেশ্য হল যেন নেক চলনের সৌভাগ্য এবং তাকওয়ার উন্নত মানে তারা উপনীত হয়। কোন নৈরাজ্য, কোন দুর্বৃত্তি এই সমস্ত বৃথা কার্যকলাপ এড়িয়ে চলা এবং পাপাচার যেন তাদের কাছে ঘেঁষতে না পারে, তারা পাঁচবেলার নামায যেন রীতিমত আদায় করে, মিথ্যা যেন না বলে, মুখে যেন কাউকে কষ্ট না দেয়, কোন প্রকার অপকর্মে যেন লিপ্ত না হয়। কোন দুষ্কর্ম, জুলুম এবং নৈরাজ্যের ধারণাও যেন তাদের হৃদয়ে জাগ্রত না হয়; এক কথায় সকল প্রকার পাপাচার, অপরাধ, গর্হিত কাজ এবং অকথ্য বিষয়াদি আর প্রবৃত্তির সকল কামনা-বাসনা আর বৃথা কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে, সকল প্রকার পাপ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখবে। তিনি (আ.) বলেন যে, তারা যেন খোদার পবিত্র হৃদয়, নিরীহ, দীন-হীন প্রকৃতির মানুষ হয়ে যায়, কোন বিষাক্ত উপকরণ যেন তাদের সত্তায় অবশিষ্ট না থাকে।"

তিনি বলেন- "..... সমগ্র মানব জাতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন যেন তাদের নীতি হয়; মু'মিন শুধু মু'মিনের প্রতিই সহানুভূতিশীল হবে না, সমগ্র মানবজাতির প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া তাদের রীতি হওয়া চাই। আর খোদা তা'লাকে ভয় করা উচিত; নিজেদের কথা, কর্ম, হৃদয়ের চিন্তা ভাবনা, চিন্তা-ধারাকে সকল প্রকারের অপবিত্র, নৈরাজ্যকর চিন্তাধারা এবং দুর্নীতি থেকে যেন মুক্ত রাখে, আর পাঁচ বেলার নামায যেন পুরো যত্নসহকারে পড়ে; জুলুম, সীমালঙ্ঘন, আত্মসাৎ, ঘুষ আদান-প্রদান আর অন্যের অধিকার খর্ব করা আর অযথা পক্ষপাতিত্ব করা থেকে যেন মুক্ত থাকে, কোন অসৎ-সঙ্গ যেন অবলম্বন না করে। যদি পরে প্রমাণিত হয় যে, এক ব্যক্তি যে তাদের মাঝে আনা-গোনা রাখে, সে খোদার নির্দেশাবলীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয়..... বা মানুষের অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল নয় বা অত্যাচারী প্রকৃতির, দুর্বৃত্ত এবং পাপাচারী, আর যে ব্যক্তির সাথে তোমাদের বয়আত এবং ভালোবাসার সম্পর্ক রয়েছে তাঁর সম্পর্কে অন্যায়-অযথা-বাজে আর ধৃষ্টতামূলক কথা বলে, অপবাদ আরোপ এবং মিথ্যা বলে আল্লাহ্ তা'লার বান্দাদের প্রতারিত করতে চায়, তাহলে তোমাদের জন্য আবশ্যক হবে এই পাপকে নিজেদের মধ্য থেকে দূরীভূত করা এবং এমন মানুষকে এড়িয়ে চলা, যে ভয়ানক ।" (অর্থাৎ প্রত্যেক মানুষ যে মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে কথা বলে তার সাহচর্যে বসা, তার সাথে সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত হও কেননা এটি বড় ভয়াবহ বিষয়। তিনি বলেন, এর অর্থ এই নয় যে তবলীগ করবে না, বরং তবলীগ তো করতে হবে; কিন্তু যারা মুনাফিক প্রকৃতির, যারা দ্বিচারিতাপূর্ণ কথাবার্তা বলে, যারা এই বিষয়ে হঠকারী অর্থাৎ মসীহ্ মওউদ (আ.) সম্পর্কে গালাগালি ছাড়া কথাই বলে না বা জামাত সম্পর্কে যারা বাজে কথা বলে–তাদেরকে এড়িয়ে চল; যারা নেক প্রকৃতির তারা তো কথা শুনে।)

তিনি আরো বলছেন যে- " কোন ধর্ম বা জাতি বা কোন শ্রেণীর মানুষের ক্ষতি করার দুরভিসন্ধি আঁটবে না, সবার জন্য সত্যিকার হিতাকাঙ্খী হও। দুর্বৃত্ত এবং দুরাচারী আর নৈরাজ্যবাদী ও পাপচারীরা যেন কোনভাবে তোমাদের বৈঠকে স্থান না পায় আর তোমাদের ঘরেও যেন বসবাস করতে না পারে। কেননা যে কোন সময় তারা তোমাদের স্খলন ডেকে আনবে; তারা যদি তোমাদের কাছে থাকে তাহলে তোমরা হোঁচট খাবে। তিনি আরো বলেন, এইগুলো সেই বিষয় এবং সেসব শর্ত যা শুরু থেকে আমি বলে আসছি; আমার জামাতের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক হবে সেই সকল ওসীয়্যত বা নসীহতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা, আর তোমাদের বৈঠকে বা মজলিসে কোন অপবিত্রতা, হাসি-ঠাট্টা এবং উপহাসের কার্যকলাপ যেন না হয়; পবিত্র হৃদয়, পবিত্র স্বভাব ও পবিত্র চিন্তার মানুষ হয়ে এই পৃথিবীতে চলাফেরা কর। স্মরণ রেখ যে, প্রত্যেক দুষ্কৃতি বা দুর্ব্যহার এমন নয় যার উত্তর দেওয়া যেতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমা এবং মার্জনার অভ্যাসে অভ্যস্ত হও। সব জায়গায় মোকাবেলা করার প্রয়োজন নেই, ক্ষমার অভ্যাস রপ্ত কর, ধৈর্য এবং সহনশীলতা প্রদর্শন কর; আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণ কর, অবৈধভাবে কারো ওপর হামলা করবে না। কেউ যদি কোন বিতর্কেও লিপ্ত হও বা যখন ধর্মীয় কোন আলোচনা হয় তখন কোমল ভাষা এবং ভদ্রতার চতু সীমার মাঝে থেকে তা কর। যদি কেউ অজ্ঞতাপূর্ণ ব্যবহার করে তাহলে সালাম দিয়ে এমন বৈঠক থেকে প্রস্থান কর। যদি তোমাদের কষ্ট দেওয়া হয় আর গালি দেওয়া হয়, তোমাদের সম্পর্কে আজে-বাজে কথা বলা হয় তাহলে সাবধান থেকো যে, অর্বাচীনতার উত্তর যেন অর্বাচীনতার মাধ্যমে দেওয়া না হয়, নতুবা তোমরাও তাদের মতই গণ্য হবে যেমনটি তারা। আল্লাহ্ তা'লা তোমাদের এমন এক জামাতে পরিণত করতে চান, যারা সারা পৃথিবীর জন্য পুণ্য এবং সততার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় আদর্শ হবে। তাই নিজেদের মধ্য থেকে এমন ব্যক্তিকে অচিরেই বহিষ্কার কর যে দুষ্কর্ম, নৈরাজ্য এবং পাপাচারিতার ঘৃণ্য দৃষ্টান্ত। যে ব্যক্তি আমাদের জামাতে বিনয়, পুণ্য, তাকওয়া, সহনশীলতা এবং নম্রভাষা, কোমল প্রকৃতি এবং নেক স্বভাব নিয়ে থাকতে পারবে না সে কালক্ষেপণ না করে আমাদের ছেড়ে দিক। কেননা, আমাদের খোদা চান না যে, এমন ব্যক্তি আমাদের মাঝে থাকুক। অবশ্য দুর্ভাগ্য নিয়েই সে মরবে, কেননা সে নেক পন্থা অবলম্বন করে নি। অতএব নেক হৃদয়ের, দীন-হীন এবং মুত্তাকী হয়ে যাও। পাঁচ বেলার নামায এবং নৈতিক চরিত্রের মাপ-কাঠিতে তোমাদের যাচাই করা হবে। যার মাঝে পাপের বীজ রয়েছে সে এই নসীহতের ওপর প্র তিষ্ঠিত থাকতে পারবে না। তিনি বলেন, তোমাদের হৃদয় যেন প্রতারণা মুক্ত হয়, তোমাদের হাত অন্যায় থেকে যেন মুক্ত থাকে, তোমাদের চোখ যেন অপবিত্রতার উর্ধ্বে থাকে আর তোমাদের ভিতর সততা আর সৃষ্টির সহানুভূতি ছাড়া যেন অন্য কিছু না থাকে। আমার বন্ধু যারা আমার সাথে কাদিয়ানে থাকে, আমি আশা করি তারা নিজেদের সমস্ত মানবীয় শক্তিবৃত্তির উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে। আমি চাই না, এই পবিত্র জামাতে এমন কোন ব্যক্তি থাকবে যার অবস্থা প্র শ্নবিদ্ধ হওয়ার যোগ্য বা যার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি দাঁড়াতে পারে, বা তার মাঝে নৈরাজ্যের অভ্যাস থাকবে বা অন্য কোন প্রকার অপবিত্রতা থাকবে। তাই আমাদের জন্য আবশ্যক হবে, যদি কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শুনি, যে আল্লাহ্র নির্ধারিত অবশ্যপালনীয় দায়িত্বকে

অনর্থক অবহেলা করে বা হাসি-ঠাট্টার কোন বৈঠকে বসে, বিরোধীদের এমন বৈঠকে বসে যেখানে হাসি-ঠাট্টার বৃথা কার্যকলাপ হয় বা এমন মজলিস যা হবে নোংরা এবং অন্য কোন নোংরা চাল চলন যার মাঝে থাকে, তাকে তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের জামাত থেকে পৃথক করে দেওয়া হবে বা বের করে দেয়া হবে। ”

তিনি (আ.) আরো বলেন- “আসল কথা হল, একটি ক্ষেত যা কষ্ট করে প্রস্তুত করা হয় এবং ফসল লাগানো হয়, তাতে আগাছারও জন্ম হয় যা কাটার এবং পোড়ানোর যোগ্য; প্রকৃতির নিয়মে এমনটিই হয়ে আসছে, আমাদের জামাতও এর বিপরীত হতে পারে না। আমি জানি, যারা সত্যিকার অর্থে আমার জামাতভুক্ত তাদের হৃদয় আল্লাহ্ তা'লা এমন করে রেখেছেন যে, তারা সহজাতভাবে পাপকে ঘৃণা করে এবং পুণ্যকে ভালোবাসে। আর আমি আশা রাখি, তারা নিজেদের জীবনে মানুষের জন্য বড় উন্নত আদর্শ রেখে যাবে। ”

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪৬-৪৯)

আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই নসীহত এবং এই সতর্কবাণীকে সামনে রেখে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করব- আল্লাহ্‌র কাছে আমার এই দোয়াই থাকবে। বয়আতের যে অঙ্গীকার আমরা করেছি তা যেন আমরা পালন করতে পারি। আমাদের জীবন যেন খোদার সন্তুষ্টির জন্যই অতিবাহিত হয়। আমরা যেন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইচ্ছা এবং বাসনা অনুসারে নিজেদের জীবনের ভাল নমুনা এবং আদর্শ মানুষের সামনে উপস্থাপন ও প্র কাশ করতে পারি। খোদা আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রেখে আমাদেরকে পুরস্কারে ভূষিত করুন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) -এর জামাতের জন্য যেসব সফলতা নির্ধারিত আছে তা যেন আমরা নিজেদের চোখে দেখি। নববর্ষ সকল কল্যাণরাজীর সাথে আসুক আর শত্রুর ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হোক যেই ষড়যন্ত্রে তারা জামাতের বিরোধীতায় সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের আহমদী, যারা এ বছর কাদিয়ানের জলসায় যেতে পারে নি আর এই কারণে তারা দুঃখ ভারাক্রান্ত, খোদা তাদের পিপাসা নিবারণের ব্যবস্থা করুন।

আরবদেশ সমূহের আহমদীদের সমস্যাবলী দূরীভূত করুন, তাদের অনেকের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা-মোকাদ্দমা রয়েছে, তারা এখন কারাগারে বন্দীদশায় দিনাতিপাত করছেন, তাদেরকে জেলে রাখা হয়েছে; খোদা তাদেরও মুক্তির ব্যবস্থা এবং বিধান করুন।

শত্রু যখন জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতনে বেড়েই চলেছে, তখন আমাদের উচিত আমাদের অবস্থা খোদার সন্তুষ্টির অধিনস্ত করে দোয়ার ওপর অধিক জোর দেওয়া। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দান করুন।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

****

সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট জলসা সীরাতুন্নাবী (সা.), ইব্রাহীমপুর, মুর্শিদাবাদ

১৫ ই জানুয়ারী, ২০১৭ তারিখে ইব্রাহিমপুর মসজিদে নামায আসরের পর জলসা সীরাতুন্নবী (সা.) অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় গোলাম মোস্তাফা সাহেব, জেলা আমীর মুর্শিদাবাদ-এর সভাপতিত্বে তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। তিলাওয়াত করেন স্নেহের তারিক আযিয (আতফাল)। স্নেহের মোবাশ্বের আমিন নযম পরিবেশন করেন। প্রথম বক্তব্য রাখেন মাননীয় আতাউর রহমান সাহেব, নায়েব আমীর, জেলা মুর্শিদাবাদ। দ্বিতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় জাহিরুল হাসান সাহেব, হালকা ইনচার্য, ভরতপুর। তৃতীয় বক্তব্য রাখেন মাননীয় শেখ যুলফিকার আলি মাহমুদ সাহেব, মোবাইল মোবাল্লেগ দাওয়াতে ইলাল্লাহ্, পশ্চিমবঙ্গ। চতুর্থ বক্তব্য রাখেন মাননীয় আবু তাহের মন্ডল সাহেব,মুবাল্লিগ ইনচার্য, জেলা মুর্শিদাবাদ। অবশেষে মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।

এই জলসায় মহিলা, পুরুষ ও শিশু সমেত মোট ১৭০ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের এই তুচ্ছ প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসু করে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দিন। আমীন।

সংবাদদাতা: ক্বারী শাফাতুল্লাহ্ মন্ডল, মুয়াল্লিম সিলসিলা, ইব্রাহিমপুর।

দুইয়ের পাতার পর....

বলিদান, ধৈর্য্য ও অবিচলতার অসাধারাণ ঈমান উদ্দীপক ঘটনা বর্ণনা করেন। এর পর সভাপতি মহাশয়ের অনুমতিক্রমে এই অধিবেশনের সমাপ্তি ঘটে।

তৃতীয় দিন- দ্বিতীয় অধিবেশন

জলসার তৃতীয় দিনের দ্বিতীয় অধিবেশন দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম ভাগের সভাপতিত্ব করেন মৌলান জালালুদ্দীন সাহেব নায়্যার সদর সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান। মাননীয় উসমান পাশা সাহেব কুরআন মজীদের তিলাওয়াত করেন। তিনি সূরা আলে ইমরানের ১০৩-১০৬ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করার পর মাননীয় তাহের আহমদ তারিক সাহেব, নায়েব নাযির ইসলাহ ও ইরশাদ মারকাযীয়া উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয় কামরান আহমদ সাহেব অব রাজোরী, জম্মু, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করেন।

‘ হামেঁ উস ইয়ার সে তাকওয়া আতা হ্যায়।’

এরপর জলসা সালানার গুরুত্বের বর্ণনা দিয়ে জলসার সার্বিক সফলতা কামনা করে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গের পক্ষ থেকে শ্রোতদের উদ্দেশ্যে বার্তা প্রেরকগণ ছিলেন সম্মানীয় রাষ্ট্রপতি মহায়শয়, শ্রী প্রণব মুখার্জী এবং মাননীয় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ছিলেন অন্যতম। এছাড়াও নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গও বার্তা পাঠিয়ে নিজেদের শুভেচ্ছা প্রেরণ করেন।

* মাননীয় মনমোহন সিং মহাশয়, প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী, ভারত। * শ্রী সুরেশ প্রভু, মাননীয় রেলমন্ত্রী, ভারত সরকার। মাননীয় মুখতার আব্বাসী নকবী সাহেব, সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রী, ভারত সরকার। * মাননীয় কুল রাজ মিশ্র সাহেব, Indian Union Cabinet Minister of Micro, Small and Medium Enterprises.* মাননীয় অনন্ত কুমার সাহেব সংসদীয় মন্ত্রী, ভারত সরকার। * মাননীয় রাজীব প্রতাপ রওড়ী সাহেব জেনারেল সেক্রেটারী ভারতীয় জনতা পার্টি।* মাননীয় কিরন রিজুজু সাহেব, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভারত সরকার।* মাননীয় সদানন্দ গৌড়া সাহেব, কেন্দ্রীয় আইন মন্ত্রী, ভারত সরকার। * মাননীয় মনোহর পারেকর সাহেব, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ভারত সরকার। * মাননীয় অভিজিত মুখার্জী, মেম্বার অব পার্লামেন্ট।

মাননীয় শীরায আহমদ সাহেব এডিশিনাল নাযির আলা, জুনুবী হিন্দ এবং নাযির উমুরে খারেজা উপরোক্ত ব্যক্তিগণের বার্তা পাঠ করে শোনান।

এরপর মাননীয় মহম্মদ ইনাম গৌরী সাহেব, নাযির আলা সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান, জলসা সফল ভাবে সম্পাদনের জন্য আল্লাহ্ তা'লার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পর হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি ব্যবস্থাপনা সহ জলসায় অংশগ্রহণকারী এবং জলসার সফলতার জন্য দোয়াকারী সমস্ত একনিষ্ঠ আহমদী, অ-আহমদী, সরকারি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবীদেরকেও ধন্যবাদ জানান। মাননীয় সভাপতি মহাশয়ের সমাপ্তি ভাষণ ও দোয়ার পর এই প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

এরপর মঞ্চে ও জলসাগাহে উপস্থিত শ্রোতাগণ নিজেদের আসনে বসে এম.টি.এ থেকে সম্প্রচারিত সরাসরি হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের সময় পুরো জলসাগাহ্ পরিপূর্ণ ছিল। হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণের পূর্বে এম.টি.এ-তে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের সম্প্রচার হচ্ছিল। এই অনুষ্ঠানে এম.টি.এ ভারতের পক্ষ থেকে প্রস্তুতকৃত একটি ডকুমেন্টরী ফিল্মে জলসার সমস্ত অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত ঝলক দেখানো হয়।

এর পর এম.টি.এ-তে লাইভ প্রোগ্রাম শুরু হয়। হুযুর আনোয়ার (আই.) বায়তুল ফুতুহ্‌র তাহের হলে আসেন। লন্ডনেও পাঁচ হাজারেরও বেশি শ্রোতা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ শোনার জন্য অপেক্ষারত ছিলেন।

কুরআন করীমে তিলাওয়াত করেন মাননীয় হাফেয যাফরুল্লাহ সাহেব। তিনি সূরা নুরের আয়াত নম্বর ৫৫-৫৭ তিলাওয়াত করেন এবং উর্দু অনুবাদও উপস্থাপন করেন। এরপর মাননীয় সৈয়্যদ আশিক হোসেন সাহেব হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ফার্সী নযম পরিবেশন করেন এবং এর উর্দু অনুবাদও পেশ করেন। এর পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উর্দু নযম পরিবেশন করেন মাননীয় মর্তুজা মান্নান সাহেব।

‘ হ্যায় শুকরে রাব আয্‌যা ও জাল খারিজ আজ বায়াঁ’

হুযুর আনোয়ার (আই.) ভাষণ প্রদানের জন্য ডাইসে আসা মাত্রই কাদিয়ানের জলসাগাহ এবং লন্ডনের অনুষ্ঠান সভা নারা ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে। (ক্রমশ:.....)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 2 Thursday, 2nd Feb, 2017 Issue No. 5

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

১৩ ই অক্টোবর, ২০১৬ তারিখে ওয়াকফাতে নও মেয়েদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ক্লাস

কুরআন করীমের তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় । স্নেহের নাজিয়া হাসান তিলাওয়াত করে এবং উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে স্নেহের সিদরা সাঈদা । বাসমা সাজিদা মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীস আরবীতে পেশ করে এবং এর উর্দু অনুবাদ পেশ করে সাদাফ মির্যা । আনেসা নাসের হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উদ্ধৃতি পাঠ করে শোনায় । আদীলা মুযাফ্ফর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর একটি উর্দু নযম পরিবেশন করে । এরপর সামারা কায়েনাত, লুবনা সেলিম, ওয়াদিয়া শাহযাদি এবং সায়েরা শফিক ' ধর্মের উপর অবিচলতা এবং একজন ওয়াকফায়ে নও এর মৌলিক বৈশিষ্ট্য' বিষয়ের উপর একিট প্রেজেন্টেশন রাখে ।

এর পর হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর অনুমতিক্রমে মেয়েরা প্রশ্নপর্ব শুরু করে ।

* একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, কিভাবে বোঝা যাবে যে স্বপ্ন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাকি শয়তানে পক্ষ থেকে?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: মনঃস্তাত্বিক বলেন, প্রত্যেক ব্যক্তি রাতে তিন-চারটি স্বপ্ন দেখে । সেগুলির মধ্যে কিছু স্মরণে থেকে যায়, আবার কিছু ভুলে যায় । কিছু মানুষ বলে যে, তারা স্বপ্ন দেখে না । তাদের ঘুম এত গভীর হয় যে, রাতের ঘটনা তাদের কিছুই স্মরণে থাকে না । স্বপ্ন প্রত্যেকেই দেখে । অনেক সময় ভাল স্বপ্নও এসে থাকে । যদি মানুষের মস্তিষ্ক পবিত্র হয়, তার চিন্তাধারা পবিত্র হয় তবে সে ভাল স্বপ্ন দেখে থাকে । যদি রাতে তোমরা নোংরা ফিল্ম দেখে ঘুমাতে যাও বা অন্য কোন অশালীন জিনিস দেখে শুতে যাও তখন অনেক সময় সেই ধরণের স্বপ্ন দেখা যায়, মস্তিষ্কের উপর যে সমস্ত জিনিসের এক প্রকার প্রবৃত্তিগত প্রভাব থেকে যায় । কিছু স্বপ্ন এমন হয়ে থাকে যেগুলি আল্লাহ তা'লা বিশেষ করে কারোর পথ-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে দেখিয়ে থাকেন । এতে কিছু বার্তা নিহিত থাকে । এগুলির মধ্যে কয়েকটি জিনিস অনেক সময় বোধগম্য হয় না । হযরত ইউসুফ (আ.)-এর যুগে যে বাদশাহ স্বপ্ন দেখেছিল এবং স্বপ্ন ব্যাখ্যাকারী এর সম্পর্কে বলেছিল যে, এটি তোমার মস্তিষ্কের চিন্তাধারা প্রসূত স্বপ্ন । সাতটি গাভী এবং সাতটি শস্যের শিসের কোন অর্থ হয় না । কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-এর সঙ্গী কয়েদী যে কিনা তখন মুক্তি পাচ্ছিল, তাকে হযরত ইউসুফ (আ.) বলেন যে, বাদশাহকে আমার সম্পর্কে বলবে । সেই ব্যক্তি যখন বাদশাহর স্বপ্ন সম্পর্কে শুনল তখন তার হযরত ইউসুফ (আ.)-এর কথা স্মরণে এল । এরপর হযরত ইউসুফ (আ.)-এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা এইরূপ করলেন যে, তোমরা ভাল সময় কাটানোর পর অনাবৃষ্টির যুগ শুরু হবে । এই সময়ে যখন তোমাদের যে ভাল ফসল হবে, সেগুলি তোমরা অনাবৃষ্টির সময়ের জন্য সংরক্ষিত করে রেখ । এরপর হুযুর আনোয়ার (আই.) জিজ্ঞাসা করেন যে, ফসল কি এবং হার্ভেস্টিং (ফসল কাটা) কি? হুযুর বলেন, গমের একটি অংশে দানা-শস্য থাকে সেগুলিকে শিশ বলে । যাইহোক সেটি একটি স্বপ্ন ছিল যার ব্যাখ্যা হযরত ইউসুফ (আ.) করেছিলেন । এটি তাঁর জন্য মুক্তির কারণ হয় এবং তাঁকে নিজের অর্থমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেন । অনেক স্বপ্ন এমন হয়ে থাকে যেগুলির ব্যাখ্যা বোধগম্য হয় না । কিন্তু হযরত ইউসুফ (আ.)-কে আল্লাহ্ তা'লা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন । এই কারণে তিনি স্বপ্ন বুঝতে পারতেন । অতএব আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে অনেক ভাল স্বপ্ন দেখান যেগুলির প্রভাব মানুষের মনের উপর পড়ে থাকে । যদি কোন স্বপ্ন ভাল না হয় তবে মনের উপর তার এমন প্রভাব পড়ে যে মনে হয় যে, এর ফলাফল ভাল হবে না । কিছু স্বপ্নের অর্থ বোঝা যায় না । এই কারণে বলা হয় যে, যে স্বপ্নই দেখ, মনের উপর তার প্রভাব মন্দ পড়ুক বা ভাল, প্রত্যেক অবস্থাতেই সদকা দাও । যদি শয়তানী স্বপ্ন হয়, যেমন কিছু মানুষ বলে যে আমি স্বপ্নে দেখেছি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মিথ্যাবাদী । যদি এমন স্বপ্ন আসে তবে সেটি শয়তানী স্বপ্ন । হযরত রসুল করীম (সা.) যার সম্পর্কে বলেছেন যে, তিনি আমার পরে আসবেন, আমার ধর্মের প্রচার ও প্রসার করবেন এবং ইসলমাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, তাঁকে মিথ্যাবাদী বলা নিতান্তই অনুচিত । হযরত মসীহ মওউদ (আ.) চ্যালেঞ্জ করেছেন যে, আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সমর্থন সর্বদা তাঁর সঙ্গে আছে । তাই এই ধরণের স্বপ্ন সব সময়ই শয়তানী স্বপ্ন হয়ে থাকে । একশ' জন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে দেখে যে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সত্য এবং একজন ব্যক্তি যদি স্বপ্নে দেখে তিনি মিথ্যাবাদী তবে সে নিজেই মিথ্যাবাদী এবং সেই স্বপ্ন শয়তানী স্বপ্ন । স্বপ্নের ব্যাখ্যাও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে । যেমন একবার হযরত মির্যা শরীফ আহমদ সাহেব (রা.) যিনি স্বয়ং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর তৃতীয় পুত্র ছিলেন, তিনি একবার হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর যুগে স্বপ্নে দেখেন যে, মহম্মদ আহসান নামে এক ব্যক্তির কবর বাজারে আছে । তাকে বাজারে সমাধিস্ত করা হয়েছে । এখন কিছু মানুষ বলবে এটি ভাল স্বপ্ন । পথচারী মানুষরা এখানে এসে দোয়া করবে । কিন্তু হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে যখন এই স্বপ্ন শোনানো হল তিনি (আ.) বললেন, মহম্মদ আহসান নামে এক ব্যক্তি জামাত থেকে মুরতাদ হয়ে যাবে বা সে মুনাফিক (কপট) হয়ে যাবে । পরবর্তী কালে এমন অবস্থা সৃষ্টি হল এই নামেরই একজন সাহাবী খিলাফতে সানিয়ার যুগে জামাত ছেড়ে চলে যায় । এই ভাবে এই কথাটি প্রকাশ পায় । এই ধরণের স্বপ্নের বিস্তর ব্যাখ্যা হয়ে থাকে । কিন্তু তোমরা বোঝ বা না বোঝ সদকা করে দিও । এই কারণে যে, প্রত্যেকটি ব্যাখ্যা বোধগম্য হয় না । এর সহজ উপায় হল ভাল হোক বা মন্দ , সদকা দিয়ে দাও ।

* একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, বিবর্তনবাদ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম বলে বিবর্তন ঘটেছে । আল্লাহ তা'লা বলেন বিবর্তন হয়েছে । মানুষ বিবর্তন ধারার মধ্য দিয়েই পূর্ণতা অর্জন করেছে । কিন্তু আমরা একথা স্বীকার করি না যে, ডারউনের বিবর্তনবাদের মতবাদ সঠিক । না বিটল থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে না বাঁদর থেকে । কিছু সময় পূর্বে ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফীক একটি গবেষণা উপস্থাপন করে যে বিটল-এর বিভিন্ন প্রজাতি থেকে অবশেষে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে । এগুলি সবই ভিত্তিহীন ও অযৌক্তিক কথা । তবে হ্যাঁ . পৃথকভাবে মানুষের বিবর্তন হয়েছে । মানুষ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রজাতি । মানুষ ক্রমে ক্রমে বিবর্তিত হয়েছে । প্রথমে মানুষ পশুর মত ছিল । বনে পশুদের মতই বসবাস করত । সেখানে শিকার করত । এর পর সে গুহার মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে । এরপর সে লোহার ব্যবহার শেখে । এরপর কৃষিকাজে যুগ আসে । এইভাবে মানুষ বিভিন্ন পর্যায়ে উন্নতি করেছে । নিজেদেরকে লক্ষ্য কর । একটি প্রজন্মের মধ্যে তফাৎ খানিই অনেক । তোমরা ইন্সাটাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, আইপ্যাড, আইফোন অমুক অমুক আরও কত কি ব্যবহার করছ । তোমাদের দাদী- নানীরা তো এসব সম্পর্কে কল্পনাও করতে পারত না । অনেকের মায়েরা পর্যন্ত এসব জিনিস সম্পর্কে অবগত নয় । এর অর্থ হল এই যে, তোমাদের মস্তিষ্ক উন্নত হয়েছে । যেভবে চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটেছে, যুগ সেই তালে আধুনিক হয়ে উঠেছে এবং জ্ঞানের প্রবৃদ্ধি ঘটেছে । অনুরূপভাবে তোমাদের মস্তিষ্ক উন্নতি লাভ করেছে, তোমাদের গবেষণা ও জ্ঞান তৃষ্ণা বৃদ্ধি পেয়েছে । এটিই হল প্রকৃত বিবর্তন । পূর্বে মানুষের চিন্তাধারা সংকীর্ণ ছিল । বন্য জীবন, তারপর গুহার জীবন, এরপর লৌহযুগ এবং এরপর কৃষিকাজ আরম্ভ হয় । ছোট ছোট যন্ত্র ও সরঞ্জাম তৈরী করতে আরম্ভ করে । আশির দশকে আমি যখন আফ্রিকায় ছিলাম, সেই সময় অনেক ছোট ছোট কৃষক এবং ছোট ছোট জমির টুকড়ো ছিল । তাদের অস্ত্র ছির তরবারী মত যার সাহায্যে তারা জমি চাষ করত । কেবল দুটি যন্ত্র তাদের কাছে ছিল । একটি ছিল হো এবং দ্বিতীয়টি ছিল কাটলাস । এখন তো সেখানে আধুনিক কৃষি-ব্যবস্থা চলে এসেছে । ট্রাক্টর এসেছে । অনুরূপভাবে ইউরোপেও এমন হয়ে থাকে । যদি তোমরা তাদের মিউযিয়ামে যাও তবে তোমরা সেখানে পুরনো যন্ত্র-পাতি দেখতে পাবে । মানুষের ক্রমোন্নতিই হল বিবর্তন । বাঁদর থেকে মানুষের সৃষ্টি হয় নি । মানুষ মানুষই ছিল । যদি এবিষয়ে আরও পড়তে চাও তবে খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)-এর রিভিলেশন র‍্যাশনালিটি পুস্তক পড় ।

* একটি মেয়ে প্রশ্ন করে যে, আমরা কি আল্লাহ্ তা'লাকে স্বপ্নে দেখতে পারি?

এর উত্তরে হুযুর বলেন: আল্লাহ তা'লা কি? তিনি নিরাকার । তিনি হলেন একটি জ্যোতিঃ । হযরত মুসা (আ.) বলেছিলেন যে, আমাকে নিজের চেহারা দেখাও । আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন তুমি দেখতে পারবে না । কিন্তু তবুও তিনি বলেন যে, দেখাও । আল্লাহ্ তা'লা বললেন ঐ পাহাড়ের দিকে দেখ! আমি সেখানে আমার জ্যোতির্বিকাশ ঘটাব । যদি তুমি সেটি দেখতে পাও তবে তুমি আমাকে দেখেছ । এর পর আল্লাহ্ কি করলেন? সেই পাহাড়ের উপর এমন বজ্রপাত ঘটল যে সেই পাহাড় খ--বিখ-িত হয়ে গেল ।

(ক্রমশঃ.....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir